অপ্রতিরোধ্য
অগ্রযাত্রায়
বাংলাদেশ

সরকারের সাফল্যের দশ বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা

বাংলাদেশ ব্যাংক

“সরকারের সাফল্যের দশ বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা”

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** সব সময় স্বপ্ন দেখতেন একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের। তিনি স্বপ্ন দেখতেন বাংলার বুকে কোনো ক্ষুধা থাকবে না, থাকবে না কোনো সাম্প্রদায়িকতা এবং অর্থনৈতিক নিপীড়ন। তিনি ছিলেন এক অসামান্য নেতৃত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, মেধা-মমত্ববোধ, সততা এবং দেশপ্রেমের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা যার উত্তাপ এখনো দেদীপ্যমান। মৃত্যুকে পরোয়া না করে তিনি গোটা বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিলেন। এনে দিয়েছিলেন পাকিস্তানি শোষণের হাত থেকে জাতিকে মুক্ত করে ‘বাংলাদেশ’ নামের এক নতুন জাতির সূর্যোদয়। দুঃখী ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে নেওয়া দূরদর্শী ও জনকল্যাণমুখী উন্নয়ন কৌশলের নৈতিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর গৃহীত নীতিতে। ‘রাষ্ট্রীয় মৌলনীতি’র অংশ হিসেবে অর্থনীতি ও সমাজে সাম্য নিশ্চিত করা, গ্রামীণ অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করা, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের মতো মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, নারীর ক্ষমতায়ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাগ্য **উন্নয়নের** মতো অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ ছিল সেই নীতির মূলমন্ত্র। তাঁর নির্দেশে গৃহীত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও গণমানুষের চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সমর্থন ভিত্তিক মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক নীতি কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর সুদূর প্রসারী অর্থনৈতিক ভাবনাকে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আরো বেগবান করে তুলেছেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের গৃহীত উন্নয়ন রূপকল্পে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধিকে অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়ার প্রত্যয়ে তৈরি সেই রূপকল্পের প্রক্ষেপণে দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক উন্নয়নের যে অভূতপূর্ব স্বপ্নের অবতারণা করা হয়েছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতি পরিমিত ও সহনশীল পর্যায়ে রাখা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা, দেশের মুদ্রা ও ঋণ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি দেশের আর্থিক খাতের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন, সার্বিক লেনদেন ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু পরিচালনা, নোট ইস্যুকরণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ এবং সরকারের যাবতীয় লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে আসছে । বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অভিঘাত মোকাবিলায় অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের কৌশল বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

(ক) ৫৮টি তফসিলভুক্ত ব্যাংক (রাষ্ট্রমালিকানাধীন ০৬ টি বাণিজ্যিক ও ০৩টি বিশেষায়িত ব্যাংকসহ)

(খ) ৩৪টি নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (সম্পূর্ণ রাষ্ট্রমালিকানাধীন ০৩টিসহ)

১.অন্তর্ভুক্তিমূলক মুদ্রানীতি

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবছরই মূল্যস্ফীতি সহনশীল রেখে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকারের আর্থিক নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংকুলানধর্মী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। এর ফলে বিগত অর্থবছরগুলোতে একদিকে মূল্যস্ফীতির চাপ সহনীয় মাত্রার মধ্যে সীমিত রাখা সম্ভব হয়েছে, অন্যদিকে প্রকৃত দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার যা দীর্ঘদিন যাবৎ ৬ শতাংশের মধ্যে আটকে ছিল তা ইতোমধ্যে ৭ শতাংশের ঘর অতিক্রম করে বর্তমানে প্রায় ৮ শতাংশে পৌঁছানোর পর্যায়ে রয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, কৃষি এবং পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে ঋণের প্রবাহ

বৃদ্ধির পাশাপাশি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুদ্রানীতির আওতায় নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের জন্য সাশ্রয়ী সুদে বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়নের সুবিধা উন্মুক্তকরণ, ঋণ পুনঃতফসিলিকরণে সাময়িক নমনীয়তা প্রদান, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) থেকে উপকরণ আমদানির জন্য ঋণের খাত সম্প্রসারণ ও ঋণের সুদহার হ্রাসকরণ ইত্যাদি নীতি-পদক্ষেপের পাশাপাশি সরাসরি বৈদেশিক ও পোর্টফোলিও বিনিয়োগের অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধির ফলে ২০১৬ অর্থবছরে প্রথম বারের মতো দেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৬ ভাগ অতিক্রম করে শতকরা ৭.১১ ভাগে এবং পর্যায়ক্রমে তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে বিগত ২০১৭ অর্থবছরে শতকরা ৭.২৮ ভাগে ও ২০১৮ অর্থবছরে শতকরা ৭.৮৬ ভাগে উন্নীত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৫০ ভাগের কাছাকাছি সীমিত রেখে জিডিপি প্রবৃদ্ধি শতকরা ৭.৮০ ভাগ অর্জনের লক্ষ্যে মুদ্রানীতি পরিচালিত হচ্ছে। আরো উল্লেখ্য যে, ২০০৯ থেকে ২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত মূল্যস্ফীতির চাপ সহনীয় মাত্রার মধ্যে সীমিত রাখার পাশাপাশি দেশে গড়ে শতকরা ৬.৩ ভাগ প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় এবং বিগত ২০১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়। চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে দেশীয় অর্থনীতিতে ঋণের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় আমানত ও আগামের গড় সুদহার প্রান্তিকভাবে বেড়ে গেলেও সুদহারের ব্যাপ্তি (**Interest rate spread**) জুন ২০১৭ এর ৪.৭২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৮ শেষে ৪.৪৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। জানুয়ারি ২০১০ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক অন্তর্ভুক্তিমূলক মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে আসছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণের ফলে এরই মধ্যে যেসব পরিবর্তন এসেছে তা নিম্নরূপঃ

- সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে মতবিনিময় ও তাদের পরামর্শ গ্রহণ;
- পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ কৌশল গ্রহণ;
- নীতিগত পরিবর্তন বিশেষ করে সংকোচনমূলক, সম্প্রসারণমূলক বা সংযত মুদ্রানীতি গ্রহণের কৌশল গ্রহণ;
- ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনকে সম্প্রসারণ করা;
- অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ দেয়া নিরুৎসাহিত করা;
- আর্থিক স্থিতিশীলতার ওপর গুরুত্বারোপ করা;
- বিশ্বমন্দা মোকাবিলার যৌক্তিক কৌশল খুঁজে বের করা;
- টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা;
- মূল্যস্ফীতি সহনীয় রাখা;
- প্রবৃদ্ধির চাকা সচল রাখা;

২.বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ। ২০০৫-০৬ অর্থবছর শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ যেখানে ৩.৪৮ বিলিয়ন ডলার ছিল সেখানে ২০১২-১৩ অর্থবছর শেষে তা দাঁড়িয়েছিল ১৫.৩২ বিলিয়ন ডলার। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের শুরু থেকে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে আমদানি ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও রেমিট্যান্স ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ জুন ২০১৮ শেষে ৩২.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

বর্তমান সরকার প্রথম মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্কালে অর্থাৎ ০৬ জানুয়ারি, ২০০৯ তারিখে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৫.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণের সময় অর্থাৎ ০৮ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে ১৭.৪৭ বিলিয়নে উন্নীত হয়। সরকারের গতিশীল নেতৃত্বে রিজার্ভ ২০০৯ সালের স্থিতি হতে ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে গত ০৫/০৯/২০১৭ তারিখে

মার্কিন ডলার ৩৩.৬৯ বিলিয়ন দাঁড়িয়েছিল যা সর্বকালের রেকর্ড। বর্তমানে অর্থাৎ গত ৩১ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে রিজার্ভের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৩২.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আর্থিক খাত সংস্কার.৩

সর্বোচ্চ দক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে সেবা দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বিতীয় ৫ বছর (২০১৫-২০১৯) মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক উন্নয়ন ও পরিবর্তনের লক্ষ্যে যে সকল পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন সেগুলো পরিপালনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশোধিত ভিশন ও মিশনসহ সর্বমোট ১৪টি **Strategy**, ১০৫টি **Objectives** এবং ৩২০টি **Action Plan** এবং ৩৯৫টি **Key Performance Indicators** চিহ্নিত করা হয়। এর পাশাপাশি ব্যাংকের কর্মবলের মধ্যে নৈতিকতা প্রোথিতকরণের উদ্দেশ্যে পাঁচটি **Core values** গৃহীত হয়। যেহেতু কৌশলগত পরিকল্পনা প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন এবং উন্নয়নের জন্যে একটি চলমান প্রক্রিয়া সেহেতু এটি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে **Strategic Planning Unit (SPU)** নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

৩.১ বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সংস্কার

দেশের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক বাজারের অবকাঠামো উন্নয়ন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ)-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক "ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ সমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:

(ক) আর্থিক বাজারের অবকাঠামো উন্নয়ন;

(খ) প্রবিধি ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা জোরদারকরণ;

(গ) উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদান;

(ঘ) আইনগত সংস্কার।

৩.২ মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

দেশের ব্যাংকগুলোকে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ও দেশের সামগ্রিক ব্যাংক ব্যবস্থার ভিত্তি আরও মজবুত ও শক্তিশালী করার জন্য জুন ২০১৮ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে:

- ব্যাংকগুলোর সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনা অধিকতর সুসংহত করা এবং ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থা নিয়মিত মনিটর করার জন্য মার্চ ২০১৬ তে জারিকৃত **Asset-Liability Management Guideline** এর আলোকে দুটি বিবরণী যথা (ক) **Wholesale Borrowing** এবং (খ) **Commitment Limit** প্রস্তুতের প্রচলন;
- লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাংকের **Exposure** (ঋণ, আমানত বা অন্য যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) সম্পর্কিত পৃথক বিবরণীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহকরতঃ তদারকি জোরদারকরণ;
- সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের মূলধন ভিত্তি, তারল্য পরিস্থিতি, আন্তঃব্যাংক নির্ভরশীলতা এবং সর্বোপরি ব্যাসেল-৩ অনুসারে **Liquidity Coverage Ratio (LCR)** ও **Net Stable Funding Ratio (NSFR)** এর নির্ধারিত মাত্রা সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এসব আর্থিক সূচকে ব্যাংকগুলোর অবস্থান অধিকতর সুসংহত করার এবং

আমানতের প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আগাম প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আগাম-আমানত হার (**ADR**)/ বিনিয়োগ-আমানত হার (**IDR**) পুনঃনির্ধারণ; এবং

- ব্যাংকগুলোর কমার্শিয়াল পেপার প্রস্তুত সংক্রান্ত গাইডলাইন জারির প্রেক্ষিতে এতদসংক্রান্ত বিনিয়োগ প্রতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত মনিটরিং।

৪.আর্থিক খাতে ডিজিটাইজেশন

আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার স্বপ্ন পূরণের ধারাবাহিকতায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ডিজিটাইজড করতে বাংলাদেশ ব্যাংক বদ্ধপরিকর।

৪.১ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ডিজিটাইজেশন

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম অটোমেশনের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিগত দশ বছরে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে এবং প্রকল্পের সবচেয়ে বড় খাত অটোমেশন এর আওতায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পূর্ণ পেপারলেস ব্যাংকিং ব্যবস্থায় রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। ডিজিটাইজেশনের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপঃ

- নেটওয়ার্কিং
- এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্লানিং (ইআরপি)
- ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন
- এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ
- ওয়েবসাইট উন্নয়ন
- ইন্ট্রানেট উন্নয়ন
- **goAML** সফট্ওয়্যার বাস্তবায়ন
- ওপেন ডাটা ইনিশিয়েটিভ
- আইটি ল্যাব স্থাপন
- বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সফট্ওয়্যার
    - ই-টেন্ডারিং
    - ই-রিক্রুটমেন্ট
    - ই-লাইব্রেরি
    - ই-নিউজ ক্লিপিং
    - ইএক্সপি অনলাইন মনিটরিং সিস্টেম
    - রপ্তানি ও আমদানি মনিটরিং
    - টিএম ফরম ও ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স মনিটরিং
    - বৈদেশিক মুদ্রা বাজার মনিটরিং সিস্টেম
    - কৃষি ঋণ মনিটরিং সিস্টেম

- প্রাইজবন্ড ও সঞ্চয়পত্র সিস্টেম
- মেডিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম
- ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
- অনলাইনে ট্রেজারি বিল ও বন্ড এর সেকেন্ডারি ট্রেডিং
- ইলেকট্রনিক ড্যাশবোর্ড
- বৃহৎ ঋণ মনিটরিং সফট্ওয়্যার

৪.২ ব্যাংকিং খাতে ডিজিটাইজেশন

বাংলাদেশ ব্যাংক নিজে যেমন ডিজিটাইজড হচ্ছে, পুরো ব্যাংকিং খাতকেও সেই দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত দশ বছরে বাংলাদেশ ব্যাংক নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ দক্ষ ও নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপঃ

- অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা
- বাংলদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ
  - বাংলদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (**BACPS**)
  - বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (**BEFTN**)
- RTGS (Real Time Gross Settlement)
- ই-কমার্স ও এম-কমার্স
- মোবাইল ব্যাংকিং সেবা
- অনলাইন পেমেন্ট গেইটওয়ে
- বিজনেস প্রোসেস আউটসোর্সিং সেবা
- ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ, বাংলাদেশ (এনপিএসবি)

৪.৩ অনলাইন সিআইবি সেবা

বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শে আর্থিক খাত সংস্কার প্রকল্পের (FSRP) আওতায় ১৮ আগস্ট, ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রথম **Credit Information Bureau (CIB)** স্থাপন করা হয়। সিআইবি'র মূল লক্ষ্য হলো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের ঋণ গ্রহীতাদের ঋণের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রদানের মাধ্যমে খেলাপি ঋণের বিস্তাররোধে সহায়তা করা; খেলাপি ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে নতুন করে ঋণ মঞ্জুরি বা ঋণ নবায়ন প্রতিরোধ করা।

আগে ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে সিআইবি রিপোর্ট দিতে অনেক সময় ব্যয় হতো। ১৯ জুলাই, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে সিআইবি অনলাইন সেবার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এই সেবা চালুর পর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সময় ও পরিচালন ব্যয় অনেক কমেছে।

৪.৪ ইলেকট্রনিক ড্যাশবোর্ড চালুকরণ

ব্যাংকগুলোর আর্থিক বিবরণী এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন বিভাগগুলোর সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ধারা থেকে অনিয়ম ও জালিয়াতির সম্ভাব্য প্রবণতা চিহ্নিতকরণে সহায়তার জন্য ২০১৪ সালে **Integrated Supervision System Dashboard (ISS dashboard)** চালু করা হয়েছে। এই ড্যাশবোর্ড এর কারণে এখন ব্যাংকগুলোর ব্যালেন্স-শীট এবং

ব্যালেন্স-শীটের বাইরের কার্যক্রমে (**Off-balance Sheet Items**) অস্বাভাবিকতাগুলো তাৎক্ষণিকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নজরে আসছে এবং তার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হচ্ছে।

২০১৩ সাল হতে বাংলাদেশ ব্যাংকে **Online Foreign Exchange Transaction Monitoring System Dashboard (FX Dashboard)** চালু করা হয়েছে। এর আওতায় সকল ব্যাংক, তাদের অথরাইজড ডিলার শাখাসমূহ ও মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের আমদানি, রপ্তানি, অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী রেমিট্যান্স এবং মুদ্রা বাজার সহ সকল বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের তথ্য বর্ণিত সিস্টেমে দৈনিক ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন। এতে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম ও ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন তদারকি অধিকতর গতিশীল, স্বচ্ছ ও কার্যকর হয়েছে।

২০১৫ সালে উল্লেখিত **FX Dashboard** এর সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের "**ASYCUDA World**" সিস্টেমের সংযোগ (**Connectivity**) স্থাপন করা হয়, যাতে ব্যাংকসমূহের রিপোর্টকৃত আমদানি-রপ্তানির তথ্যের সাথে কাস্টম হাউসসমূহে সংঘটিত আমদানি-রপ্তানির তথ্য দৈনিক ভিত্তিতে যাচাইয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে, উভয় সিস্টেমের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৬ সালের শেষ নাগাদ **Real Time Connectivity for Bulk Data Interchange of e-LC and e-EXP** সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়। এর ফলে আমদানি-রপ্তানির তথ্য **Dashboard** এ রিপোর্ট করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা কাস্টমসের **ASYCUDA World** এ পৌঁছে যাচ্ছে এবং উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমদানিকারক/রপ্তানিকারক কিংবা তাদের প্রতিনিধিগণ কাস্টমস এ প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে আমদানিকৃত পণ্য ছাড়করণ ও রপ্তানিতব্য পণ্য জাহাজীকরণ কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারছেন। অন্যদিকে, পণ্য ছাড়করণ/রপ্তানির পর সংশ্লিষ্ট বিল অব এন্ট্রি/বিল অব এক্সপোর্ট এর তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের **FX Dashboard** এ রিপোর্ট হয়ে যাচ্ছে।

৫. আর্থিক সেবাভুক্তিকরণ

কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে দেশকে এগিয়ে নেয়ার পথে গণমানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে গত দশ বছর ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক তার প্রথাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনে নানামুখী উদ্যোগগুলোতে সমর্থন যোগাতে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসা তথা আর্থিক সেবাভুক্তিকরণ কর্মসূচির ওপর বিশেষ নজর দেওয়ার পাশাপাশি কৃষি, এসএমই ও পরিবেশবান্ধব খাতে অর্থায়নের ওপর জোর দিয়েছে। যারা আগে ব্যাংক থেকে ঋণ পেতেন না, যেমন-বর্গাচাষি, নারী উদ্যোক্তা, প্রান্তিক কৃষক তাদের হাতে এখন ঋণ যাচ্ছে; গণমানুষের মধ্যে ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রম প্রসারিত হচ্ছে।

৫.১ কৃষি ও পল্লি ঋণ কার্যক্রম

- অর্থবছর ১৮-এ কৃষি ও পল্লি খাতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ২১,৩৯৪ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রা ২০,৪০০ কোটি টাকার চেয়ে প্রায় ৫ শতাংশ বেশি। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কৃষি ও পল্লি খাতে ঋণ বিতরণের সর্বমোট লক্ষ্যমাত্রা ২১,৮০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বিগত ২০১৭- ১৮ অর্থবছরে তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ৪.০৫ লক্ষ বর্গাচাষিকে ১৮৬৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বর্গাচাষিদেরকে ব্র্যাকের মাধ্যমে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ৬০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের (**Revolving Refinance Scheme for the Sharecroppers**) আওতায় ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত দেশের ৪৮টি জেলার ২৫০ উপজেলায় ব্যাংক ঋণের আওতার বাইরে থাকা প্রায় ১৫.৪৬ লক্ষ বর্গাচাষিকে ৩,৬২৪ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

- কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর অন্যতম হচ্ছে দশ টাকায় কৃষকের হিসাব বা নো-ফ্রিল (**No frill**) একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা। কৃষকদের জন্যে সরকারের দেওয়া বিভিন্ন ভর্তুকি সুবিধা ছাড়াও ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণ যাতে সরাসরি ব্যাংক একাউন্টে স্থানান্তর করা যায় সে লক্ষ্যে দশ টাকা জমা রেখে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোতে কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট খোলার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশনা দিয়েছে। কৃষকদের ১০ টাকায় খোলা হিসাব কার্যক্রমে ৩০ জুন ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত মোট পুঞ্জীভূত হিসাব সংখ্যা ছিল প্রায় ৯১.৯০ লক্ষ এবং ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত কৃষকের ১০ টাকার হিসাবের সংখ্যা প্রায় ৯৩.১৭ লক্ষ। কৃষকরা এখন ব্যাংকিং খাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা নিতে পারছেন।
- আমদানি বিকল্প ফসল চাষের জন্য ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে শুরু করে এ যাবৎ প্রায় ৫৭১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- উর্বর জমি থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যক্লিষ্ট বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের দারিদ্র্য নিরসনের উদ্দেশ্যে সনাতনী কৃষির পরিবর্তে উচ্চমূল্য ফসল/সবজি/ফল উৎপাদনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ/ **Northwest Crop Diversification Project (NCDP)** প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের মেয়াদ ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে শেষ হয়। উক্ত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলার ৬১টি উপজেলায় ১৭৪ কোটি টাকার রিভলভিং ফান্ড হতে ঋণ প্রদান চলমান রয়েছে।
- উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের ন্যায় **Second Crop Diversification Project (SCDP)**-এর আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছর হতে ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ এবং বেসিক ব্যাংক লিঃ-এর হোলসেলিং ব্যবস্থাপনায় ব্র্যাকের মাধ্যমে যোগ্য কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জুন ৩০, ২০১৮ পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় মোট ২০৩.৮৭ কোটি টাকা কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত রিভলভিং ফান্ড হতে ঋণ প্রদান চলমান রয়েছে। উভয় প্রকল্প এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে।
- খাদ্য পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও দুধ আমদানি হ্রাসকল্পে এবং কৃত্রিম প্রজনন খাতে ৫ বছর মেয়াদি ২০০ (দুইশত) কোটি টাকার একটি বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠন করা হয়েছে। এ স্কীমের অধীনে গ্রাহকপর্যায়ে সুদের হার ৫ শতাংশ। অর্থ মন্ত্রণালয় এ ঋণের বিপরীতে ৫ শতাংশ নগদ ভর্তুকি প্রদান করবে। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ টাকা উক্ত খাতে বিতরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে কৃষি উন্নয়নে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আর এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিগত ১৬-০৬-২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার মধ্যে ৩৫তম **Japanese ODA Loan Package**-এ অন্তর্ভুক্ত জাইকা কর্তৃক "**Small and Medium-sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Project**" এর একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত প্রকল্পে জাইকার অংশ প্রায় ৭৫৬.৭৭ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ সরকারের অংশ প্রায় ৬৬.৩৫ কোটি টাকা। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় রিভলভিং আকারে ৮৯৭.০২ কোটি টাকা অংশগ্রহণকারী ১০ টি এমএফআই এর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ১১১টি প্রাক্তন ছিটমহলে কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের জন্য সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

- মোবাইল ফোন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে কৃষি ঋণ মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি নির্দিষ্ট টেলিফোন নম্বরে (১৬২৩৬) মাঠপর্যায় থেকে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ করে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৫.২ এসএমই ঋণ কার্যক্রম

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে এসএমই খাতের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৪ সাল থেকে পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি হাতে নিলেও বিগত দশ বছরে এ প্রয়াস বহুগুণে বাড়িয়েছে। বিশেষভাবে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে উদ্যোক্তাবান্ধব করতে এবং নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্নমুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এসএমই খাতের অধিকতর বিকাশ ও উন্নয়নে কাজ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে 'এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট' নামে একটি বিভাগ রয়েছে। বিভাগটি সম্পূর্ণভাবে এসএমই খাতের নীতি নির্ধারণ, মনিটরিং ও তহবিল সরবরাহ এবং উদ্যোক্তা সংগঠন ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা খাতে অর্থায়নকে গুরুত্ব দিয়ে ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো একটি বিস্তৃত এসএমই ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। একইসঙ্গে ব্যাংকগুলোর এসএমই ঋণ কার্যক্রম বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। এসএমই নীতিমালায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে ঋণের নিম্নসীমা ২ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ৫০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। 'জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০'-এর আলোকে এসএমই'র সংজ্ঞা নির্ধারণ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের মতো কুটির ও মাইক্রো শিল্পকেও এসএমই ঋণের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ সুদহারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা কুটির ও মাইক্রো উদ্যোগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়নের সীমা কুটির শিল্প খাতে ১০ হাজার টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং মাইক্রো শিল্পখাতে ২০ হাজার টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০১৭ সালে এসএমই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৩৩৮.৫৪ বিলিয়ন টাকা। সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মিলে ১৬১৭.৬৮ বিলিয়ন টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ করেছে, যা মোট লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২১ শতাংশ বেশি। ২০১৮ সালে এসএমই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৬১০.৩২ বিলিয়ন টাকা। সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মিলে জানুয়ারি-জুন, ২০১৮ সময়কালে ৭৭৫.১৫ বিলিয়ন টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ করেছে, যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ৪৮ শতাংশ। বর্তমানে এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং নিজস্ব তহবিলের সহায়তায় ৫টি তহবিল পরিচালিত হচ্ছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৫৮,২২৬টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৭৫.৯৫ বিলিয়ন টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে। এ সকল পুনঃঅর্থায়ন তহবিলসমূহ এসএমই খাতে একটি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বাজার সৃষ্টিতে অবদান রেখে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। উক্ত তহবিলসহ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলসমূহের বিস্তারিত নিম্নে বর্ণনা করা হল:

- **মফস্বল ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল:** কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে আরো উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০০১ সালে ১.০ বিলিয়ন টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করে ঋণগ্রহীতাকে ১০ শতাংশ সুদ হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান শুরু করা হয়। পরবর্তীতে, এ তহবিলের আকার বৃদ্ধি করে ২০১৮ সালে ৭.০ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে মোট ২,৮৩৭ টি কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বমোট ১৫.১৯ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেয়া হয়েছে।
- **বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল:** ২০০৪ সালে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল এর মাধ্যমে ১.০ বিলিয়ন টাকার "বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল" গঠন করা হয়। ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে এ তহবিলের আকার ৮.৫

বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে মোট ৩৩,৪৭৬ টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৩৪.৯৫ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে; তন্মধ্যে ১৯,০০৪ টি নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ ২০.৪৩ বিলিয়ন টাকা।

- **এন্টারপ্রাইজ গ্রোথ এন্ড ব্যাংক মডার্নাইজেশন প্রোগ্রাম তহবিল:** ২০০৪ সালে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের সাথে এক ঋণচুক্তির অধীনে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য এ তহবিলে ১০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদান করে। একই সাথে বাংলাদেশ সরকার উক্ত ঋণচুক্তির অধীনে ৫৮০ মিলিয়ন টাকা প্রদান করে। আবর্তনশীল পদ্ধতিতে পরিচালিত এ তহবিল হতে ৩২ টি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩,১৬০ জন উদ্যোক্তাকে ৩.১৩ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।
- **এডিবি-১ তহবিল:** এসএমই খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সুদৃঢ় করতে ২০০৫ সনে বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মধ্যে স্বাক্ষরিত ঋণচুক্তি এর মাধ্যমে স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম গঠিত হয়। উক্ত ঋণচুক্তির আওতায় এডিবি ৩০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করে। সেপ্টেম্বর ২০০৯ সালে এ তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সমাপ্ত করা হয় এবং ৩,২৬৪ টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বমোট ৩.৩৫ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।
- **এডিবি-২ তহবিল:** এডিবি-১ প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম এর সুবিধা সম্প্রসারণের নিমিত্তে এডিবি'র আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০৯ সালে "স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড্ এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট" গঠন করা হয়। এডিবি প্রদত্ত ৭৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ১৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমন্বয়ে গঠিত এ তহবিলের মোট পরিমাণ ৯৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ ৩৯ টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১৩,৬৪৫ টি উদ্যোক্তাকে ৭.৪৭ বিলিয়ন টাকা তহবিল সরবরাহ করা হয়েছে।
- **জাইকা তহবিল:** ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ সরবরাহের মাধ্যমে বাংলাদেশে এসএমইখাত উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১১ সালে জাইকা এবং বাংলাদেশ সরকরারের মধ্যে একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ঋণচুক্তির আওতায় 'ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব স্মল এন্ড মিডিয়াম-সাইজড্ এন্টারপ্রাইজ (এফএসপিডিএসএমই)' প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা সহ ৫ বিলিয়ন ইয়েন এর সম পরিমাণ টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়। এ উদ্যোগের আওতায় ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২৫ টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ২১ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তি বদ্ধ হয়েছে। ২০১২ সন থেকে এ তহবিলের আওতায় এসএমই উদ্যোক্তাদের কে পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে মোট ৮৪০ টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৬.৮৬ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।
- **কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল:** বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সফলভাবে পরিচালিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত কিংবা স্ব-প্রশিক্ষিত নতুন উদ্যোগ গ্রহণে ইচ্ছুক উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সহজলভ্য করে আত্ম কর্মসংস্থানে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ১.০ বিলিয়ন টাকার একটি তহবিল গঠন করে। এই তহবিল হতে নতুন উদ্যোক্তারা সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ সুদে সহায়ক জামানত সহ সর্বোচ্চ ২.৫ মিলিয়ন টাকা এবং সহায়ক জামানতবিহীন সর্বোচ্চ ১.০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত চলতি মূলধন

কিংবা মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে মোট ৩৬৬ টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ০.২০ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে।

- **ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল:** অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং শিল্পায়নে বিশেষ করে কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাত এবং নতুন উদ্যোক্তাগণের অর্থায়নে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি কল্পে একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত এ তহবিল হতে মোট ৬৩৭টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৪.৭৬ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে।

৫.৩ নারী উদ্যোক্তা

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য নীতি পদক্ষেপ ও কর্মসূচী নিম্নরূপ:

- নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সহায়ক সেবা প্রদান, তাদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ও শাখা পর্যায়ে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আবশ্যিকভাবে "**Women Entrepreneurs' Dedicated Desk**" স্থাপন;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা অফিসে এবং প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে "**Women Entrepreneurs' Development Unit**" গঠন;
- কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের সহজেই এসএমই ঋণ প্রাপ্তির সুবিধার্থে নারী উদ্যোক্তাদের গ্রুপভিত্তিতে ঋণ বিতরণের নীতিমালা প্রবর্তন;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের পুন:অর্থায়ন তহবিলের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদেরকে হ্রাসকৃত ৯% সুদ হারে প্রদত্ত এসএমই ঋণের বিপরীতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়ন নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়ন;
- পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পসমূহের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে শতকরা ১০০ ভাগ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান;
- পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের ব্যক্তিগত গ্যারান্টিকে জামানত হিসেবে বিবেচনা করে সর্বোচ্চ ২৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহায়ক জামানত বিহীন ঋণ সুবিধা প্রদানে উৎসাহিতকরণ;
- নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখার আওতাধীন এলাকায় ন্যূনতম ৩ জন উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী এমন নারী কিংবা নারী উদ্যোক্তা নির্বাচন করা; নির্বাচিত নারী উদ্যোক্তাদেরকে এসএমই কার্যক্রমে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করে অন্ততঃ ১ জনকে প্রতিবছর এসএমই ঋণ প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত পূণঃঅর্থায়ন প্রকল্পের সমুদয় অর্থের নূন্যতম ১৫% নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দকরণ;
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মোট বিতরণকৃত এসএমই ঋণের মধ্যে নূন্যতম ১০% নারী উদ্যোক্তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে যা ২০২১ সালে ১৫% এ উন্নীত করা হবে;

- কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতের নারী উদ্যোক্তাদের গৃহীত ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ০১ বছর মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ০৩ মাস এবং মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে ০৩/০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদানের বিষয়টি আবশ্যিকভাবে পরিপালনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় গঠিত দু'টি ঘূর্ণায়মান পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন প্রদান কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে।

৫.৪ স্কুল ব্যাংকিং

স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং সুবিধা ও প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত করানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২ নভেম্বর, ২০১০ তারিখে একটি পরিপত্রের মাধ্যমে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককে গুরুত্বের সঙ্গে দেশব্যাপী স্কুল ব্যাংকিং সেবা চালু করা এবং স্কুল ব্যাংকিংকে আর্থিক সেবাভুক্তিকরণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করার জন্যে নির্দেশনা দেয়। মাত্র ১০০ টাকা প্রাথমিক জমা দিয়ে এই হিসাব খোলা যাচ্ছে। এ হিসাবে কোনো ফী বা চার্জ আরোপ করা হয় না; এমনকি এ হিসাবে ন্যূনতম স্থিতি রাখার বাধ্যবাধকতাও নেই। বিনামূল্যে বা স্বল্পব্যয়ে এটিএম কার্ড, ডেবিট কার্ড ও ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের সুযোগ রয়েছে। ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ১৫,৩৯,৮৩৬ টি স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খোলা হয়েছে। উক্ত হিসাবসমূহের বিপরীতে মোট জমা হয়েছে ১৪১৯.৮৬ কোটি (এক হাজার চারশত উনিশ কোটি ছিয়াশি লক্ষ) টাকা। বাংলাদেশে কার্যরত ৫৮টি তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত মোট ৫৬ টি ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৫.৫ ইক্যুইটি এন্ড অন্ট্র্যাপ্র্যানারশীফ ফান্ড (ইইএফ)

সম্ভাবনাময় সফট্ওয়্যার এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রকল্পে বিনিয়োগের লক্ষ্যে ২০০০-২০০১ অর্থবছরে প্রাথমিকভাবে ০১ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে ইক্যুইটি এন্ড অন্ট্র্যাপ্র্যানারশীফ ফান্ড গঠন করা হয়। নীতিনির্ধারণ, তহবিল ব্যবস্থাপনা ও পারফরমেন্স মনিটরিং এর কাজ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত হচ্ছে। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ইইএফ এর অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ২২.২৫ বিলিয়ন টাকা। এ পর্যন্ত ১,৯২৩ টি কৃষিভিত্তিক ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্পে এবং ১৪০ টি আইসিটি প্রকল্পে সর্বমোট ৭৮.৫ বিলিয়ন টাকা সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং তন্মেধ্যে ইইএফ সহায়তা ৩৬.৭৬ বিলিয়ন টাকা। ইইএফ সহায়তার মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক ও আইসিটি প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নের ফলে এযাবত প্রায় ৫৫,০০০ লোকের স্থায়ী ও মৌসুমী কর্মসংস্থান হয়েছে। আইসিটি প্রকল্পগুলোর উৎপাদিত বিশ্বমানের সফট্ওয়্যার দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। ৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখে ইইএফ-এর নাম পরিবর্তন করে ইএসএফ (Entrepreneur Support Fund) করা হয়েছে। অর্থাৎ এ তহবিলকে Equity-based Model থেকে Loan-based Model-এ রূপান্তর করা হয়েছে।

৫.৬ ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ) প্রজেক্ট

সরকার অনুমোদিত বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ' ভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে প্রকল্পটি বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবিভাগের পক্ষে বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ৯ টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ৬ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ৫৮৯ মেগা ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ১২ টি বিদ্যুৎ প্রকল্প, ৩টি পানি শোধন প্রকল্প, একটি ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো প্রকল্প, একটি জেটি প্রকল্প, একটি ড্রাইডক প্রকল্প, দেশব্যাপী ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপন সংক্রান্ত ২ টি আইটি প্রকল্প ও একটি হাসপাতাল প্রকল্পে সর্বমোট ২৪.৪১ বিলিয়ন টাকা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়েছে। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত রিপেমেন্ট বাবদ প্রাপ্ত মোট ৯.৩৩ বিলিয়ন টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। অপরদিকে প্রকল্পের কারিগরি সহায়তা

কম্পোনেন্টের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং পিপিপি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/এজেন্সীর মোট ১,৫৭৮ জন কর্মকর্তাকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, প্রকিউরমেন্ট, পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সহ পিপিপি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ০৫ বছর মেয়াদি আইপিএফএফ-২ শীর্ষক প্রকল্পটি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের সাথে নভেম্বর ০৫, ২০১৭ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী বিশ্ব ব্যাংকের ৩৫৬.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও বাংলাদেশ সরকারের ৬০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ টাকা নিয়ে আইপিএফএফ-২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

৬. পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর আধুনিকায়ন

৬.১ বর্তমান বিশ্বে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পেমেন্ট ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ এর উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধান করা। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ব্যাংকিং খাতের এ দায়িত্বটি নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে পালন করে আসছে। পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর অগ্রগতির লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

- একটি আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেমস এর কৌশলপত্র প্রণয়ন;
- অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস স্থাপন ও এর সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালন;
- মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর অনুমোদন প্রদান ও যথাযথ পরিবীক্ষণ;
- ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ এর উন্নয়ন এবং ই-পেমেন্ট সিস্টেমস চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ;
- পেমেন্ট সিস্টেম সংক্রান্ত আইনী কাঠামো প্রণয়ন; ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (**EFT**) কার্যক্রম চালু, রেমিট্যান্স প্রবাহ ত্বরান্বিত করণ; এবং
- **RTGS (Real Time Gross Settlement)** বাস্তবায়ন;

৬.২ বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (BACH)

সেটেলমেন্ট সিস্টেম আধুনিকায়নের আওতায় অক্টোবর ২০১০-এ বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (BACH) ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়, যা ইতোমধ্যে দেশের ব্যাংকিং খাতের জন্যে সুফল বয়ে এনেছে। ক্লিয়ারিং হাউজটি প্রতিষ্ঠার পর এটি পরিচালনার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অত্যাধুনিক ডাটা সেন্টার এবং দুর্যোগকালীন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্যে মিরপুরে ডিজাস্টার রিকভারি (**DR**) সাইট স্থাপন করা হয়েছে। **BACH**-এর তথ্য-উপাত্ত নিরাপদে আদান-প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে প্রথমবারের মতো ডিজিটাল সার্টিফিকেট প্রচলন করে। এই ক্লিয়ারিং হাউজটি ইতোমধ্যে দেশের ব্যাংকিং খাতের জন্যে আশীর্বাদের পাশাপাশি সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণেও নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এর মাধ্যমে পূর্বের সেমি-অটোমেটেড চেক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থাকে একেবারে বিশ্বমানের প্রযুক্তিনির্ভর ইমেজ এক্সচেঞ্জ পদ্ধতিতে রূপান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজের নিম্নোক্ত দু'টি অংশ রয়েছেঃ

ক) বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS)

দেশের ৪৭টি তফসিলি ব্যাংকের অংশগ্রহণে ৭ অক্টোবর, ২০১০ থেকে ঢাকা ক্লিয়ারিং এলাকায় বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (**BACPS**) এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে এ কার্যক্রম দেশের সকল ব্যাংকে সম্প্রসারিত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় চেক ইমেজিং এন্ড ট্রানকেশন সিস্টেম (**CITS**) ব্যবহার করে ব্যাংক ইন্সট্রুমেন্টগুলোর ইলেক্ট্রনিক নিকাশ সম্পন্ন করা হয়। এ লক্ষ্যে সকল ক্লিয়ারিং ইন্সট্রুমেন্ট যথা চেক, ড্রাফট, পেমেন্ট অর্ডার, ডিভিডেন্ড এবং রিফান্ড ওয়ারেন্ট ইত্যাদির মান

প্রমিতকরণ করা হয়েছে। নব প্রবর্তিত এ চেকগুলোর অর্থের পরিমাণ, লেনদেনের কোড, গ্রাহকের হিসাব নম্বর ও চেকপাতার সিরিয়াল নম্বরে সকল তথ্যসমৃদ্ধ ম্যাগনেটিক ইঙ্ক ক্যারেক্টার রিকগনিজন **(MICR)** লাইন দ্বারা সংকেতাবদ্ধ করা হয়েছে। নতুন চেক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থায় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ক্লিয়ারিং চেক নিয়ে প্রতিদিন দু'বার ক্লিয়ারিং হাউজে আসতে হচ্ছে না। ফলে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের সময় ও ক্লিয়ারিং খরচ উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে; আন্তঃব্যাংক লেনদেনে অভূতপূর্ব গতি সঞ্চারিত হয়েছে।

খ) বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN)

চেক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থা উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজের আওতায় আন্তঃব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে দেশে প্রথমবারের মতো ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক **(BEFTN)** চালু করেছে। এ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বিভিন্ন ক্রেডিট লেনদেন যেমন বেতন-ভাতা প্রদান, অভ্যন্তরীণ মানি ট্রান্সফার, বৈদেশিক রেমিট্যান্স প্রেরণ, কোম্পানির ডিভিডেন্ট ও আইপিও রিফান্ড ওয়ারেন্ট প্রদান, অবসর ভাতা প্রদান, বিল পেমেন্ট, কর্পোরেট পেমেন্ট, বিভিন্ন ধরনের কর পরিশোধ, লাইসেন্স ফি প্রদান এবং ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির লেনদেনসহ বিভিন্ন ডেবিট লেনদেন যেমন-মর্টগেজ পেমেন্ট, সদস্য চাঁদা, ঋণের কিস্তি, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম, ইউটিলিটি বিল প্রদান ইত্যাদি খুব সহজেই সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে ফান্ড আদান-প্রদান মূল্যসাশ্রয়ী হয়েছে, ঝুঁকি কমেছে এবং আরো দক্ষতার সঙ্গে নিকাশ প্রক্রিয়া সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ইলেকট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক **(EFTN)** ব্যবহার করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দিচ্ছে। বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ ও বাংলাদেশ ইলেট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার জন্যে এক বিশাল অর্জন। এটি নিঃসন্দেহে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নপূরণে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

৬.৩ মোবাইল ব্যাংকিং সেবা

ব্যাংকিং ব্যবস্থার আধুনিকায়নে বর্তমান সরকারের সময়ে প্রবর্তন করা হয়েছে মোবাইল ব্যাংকিং। প্রচলিত শাখাভিত্তিক ব্যাংকিং-এর পরিবর্তে মোবাইল ফোন অপারেটরদের মাধ্যমে মোবাইল ফোন গ্রাহকদের মধ্যে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা সম্প্রসারণ এবং ব্যাংকিং সেবার বাইরে অবস্থানকারী মানুষের দোরগোড়ায় আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ব্যাংক-সম্পৃক্ত **(Bank-led)** মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এ ব্যতিক্রমী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোবাইল ফোন প্রযুক্তির সহায়তায় বিদেশ থেকে প্রেরিত রেমিট্যান্স ও দেশের অভ্যন্তরে অর্থ বিতরণ; ইউটিলিটি বিল প্রদান, বেতন-ভাতা ও পেনশন প্রদান; কেনাকাটা করা, ব্যাংক স্থিতি জানা, কর পরিশোধ, সরকারি অনুদান ও সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অর্থ প্রদান ইত্যাদি সেবা সহজতর উপায়ে স্বল্প সময়ে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

এ পর্যন্ত ২৯টি ব্যাংককে মোবাইল প্রযুক্তি ভিত্তিক আর্থিক সেবা প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়েছে যার মধ্যে ১৮টি ব্যাংক (১টি সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসহ) কার্যক্রম শুরু করেছে। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর আওতায় জুন, ২০১৮ পর্যন্ত মোট এজেন্ট সংখ্যা ছিল ৮,২৯,৭৮৩ এবং নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৬১.৮৬ মিলিয়ন যার মধ্যে সক্রিয় একাউন্টের সংখ্যা প্রায় ২৭.২১ মিলিয়ন। জুন, ২০১৮ মাসে মোট ১৯২,৫৯৪,৫০৬ টি লেনদেনের মাধ্যমে ৩৩২.১৩ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় এবং গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১১.০৭ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয়। উল্লেখ্য, ২৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংক বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে অনলাইন কেনাকাটার পরিশোধ সেবা প্রদান করছে। ইন্টারনেট ব্যাংকিংএ প্রতিদিন গড়ে ১.০০ বিলিয়ন টাকার লেনদেন হয়ে থাকে এবং ই-কমার্স এর ক্ষেত্রে প্রতিদিন গড়ে ২০ মিলিয়ন টাকা অভ্যন্তরীণ লেনদেন হয়।

৬.৪ ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ, বাংলাদেশ (এনপিএসবি)

বাংলাদেশের পেমেন্ট সিস্টেমকে আরো দক্ষ ও গতিশীল করার জন্যে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ নীতির আলোকে বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে সব ধরনের লেনদেন অনলাইনভিত্তিক করার লক্ষ্যে ২৭ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ, বাংলাদেশ (এনপিএসবি) চালু করা হয়। ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ ব্যাংকিং খাতের কেন্দ্রীয় সার্ভার হিসেবে কাজ করছে। একটি মাত্র সুইচের মাধ্যমে সব ব্যাংকের বিভিন্ন প্রদান মাধ্যম যেমন-অটোমেটেড টেলারমেশিন (এটিএম), পয়েন্ট অব সেলস (পিওএস), ইন্টারনেট, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত লেনদেন করা যাচ্ছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়াই এক ব্যাংকের কার্ডধারী অন্য ব্যাংকের বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারছেন। তাতে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের খরচ কমছে।

৭. মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক তথ্য আদান প্রদানের প্রয়োজনে Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) জুন, ২০১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ৬০ টি দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। যার মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ০৯টি দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থ সঞ্চালন বন্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নকল্পে কোনো সন্ত্রাসী যাতে কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন না করতে পারে সে বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল তফসিলি ব্যাংককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিএফআইইউ কর্তৃক ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে সকল তফসিলি ব্যাংক ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিপালনীয় নির্দেশনা জারী করা হয়েছে। পাশাপাশি ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে সকল বীমা কোম্পানীর জন্য ইউনিফর্ম কেওয়াইসি প্রোফাইল (Uniform KYC Profile) প্রবর্তন করা হয়েছে।
- সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসে ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক যোগসূত্র উদঘাটনের কার্যক্রম গ্রহণে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ১ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিতে বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।
- ব্যাংকসহ অন্যান্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। দেশের ৫৬টি জেলাতে এ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে তথ্য বিনিময় ও আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএফআইইউ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর মধ্যে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকের আওতায় সংস্থা দুইটি নিজেদের ডাটা বেইজে রক্ষিত তথ্যাদি আদান-প্রদান এবং মানি লন্ডারিং অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারবে।

- মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিএফআইইউ বিশ্বের বিভিন্ন দেশি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রেখেছে।

৮. গ্রীন ব্যাংকিং ও পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

আন্তর্জাতিক চর্চার সঙ্গে মিল রেখে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং ধারণা চালু করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে একটি বিশদ দিক-নির্দেশনামূলক 'পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা এবং কৌশলগত কাঠামো' **(Green Banking Policy and Framework)** প্রণয়ন ও জারি করেছে।

৯. কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (Corporate Social Responsibility)

২০০৮ সালে সর্বপ্রথম দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্যে সিএসআর নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। সিএসআর খাতে ব্যাংকগুলো প্রতি বছরই তাদের ব্যয় বাড়াচ্ছে। এ কার্যক্রমে ব্যাংকগুলো ২০০৯ সালে ব্যয় করেছে ৫৫ কোটি টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সমন্বিতভাবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১০৪৯.১৩ কোটি টাকা (এক হাজার ঊনপঞ্চাশ কোটি তের লক্ষ) সিএসআর বাবদ অর্থ ব্যয় করেছে তন্মধ্যে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক করা হয়েছে ১০৪৪.৯ কোটি টাকা (এক হাজার চুয়াল্লিশ কোটি নয় লক্ষ) এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক করা হয়েছে ৪.২৩ কোটি টাকা (চার কোটি তেইশ লক্ষ)।

২০০৯ সাল থেকে ব্যাংকগুলোর সিএসআর কার্যক্রমের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক **Review of CSR Initiatives in Banks**' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। ব্যাংকগুলোর মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও সিএসআর কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বেশকিছু সিদ্ধান্ত সিএসআর খাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণকে আরো উৎসাহিত ও বেগবান করেছে। যেমন:

- ব্যাংকগুলো যে পরিমাণ অর্থ সিএসআর কাজে ব্যবহার করছে, তার মধ্যে বিশেষ কিছু খাত করমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে;
- আর্থিক সেবাভুক্তিকরণ কার্যক্রম যুগপৎভাবে সিএসআর হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে;
- আর্থ-সামাজিক ও মানবাধিকার উন্নয়নে লিঙ্গ বৈষম্য বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ওপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের ১৩ শতাংশ, মধ্যম পর্যায়ে ৯ শতাংশ এবং উর্ধ্বতন পর্যায়ে ৪ শতাংশ কর্মকর্তা নারী। ব্যাংকগুলোর **Gender Equality** সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে বর্তমানে সিএসআর এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং সম্প্রতি এক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন এসেছে। যেমন :

  ২০টি ব্যাংক মাতৃত্বজনিত ছুটির মেয়াদ ছয় মাসে বর্ধিত করেছে। এর মধ্যে ১০টি ব্যাংক ছয় মাসের মাতৃত্বজনিত ছুটি প্রদানে বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। বাকি ব্যাংকগুলোতে এ ছুটির মেয়াদ ৩-৪ মাস। একটি ব্যাংক নারী কর্মকর্তাদের পোষ্যদের জন্যে ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে; ১৭টি ব্যাংক কর্মক্ষেত্রে হয়রানি বা উৎপীড়ন প্রতিরোধে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, ১৫টি ব্যাংক তাদের নারী কর্মকর্তাদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে পরিবহনের ব্যবস্থা করেছে।

এছাড়া, ব্যাংকগুলো তাদের প্রতিটি শাখায় সংশ্লিষ্ট হেল্পডেস্কের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্যে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। যেমনঃ

- প্রতিবন্ধীদের জন্যে আলাদা কাউন্টার খোলার ব্যবস্থা;
- শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও বৃত্তি;
- শিশু ও কিশোরদের চরম প্রতিবন্ধী সমস্যা সমাধানে বিনামূল্যে শল্য চিকিৎসা;
- চক্ষু চিকিৎসার্থে স্বল্প মেয়াদি ফ্রি-ক্যাম্প;
- যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে আর্থিক সহায়তা;
- সমাজের দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা, শিক্ষা ও আর্থিক সহায়তা;
- অটিস্টিক শিশু-কিশোরদের স্বাভাবিক জীবন বিকাশে বিশেষ স্কুল পরিচালনা এবং দেশব্যাপী সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

১০. বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনহিতকর কাজে নিয়োজিত অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অগ্রাধিকারভিত্তিক সামাজিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুন ১৭, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে "বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল" নামে একটি তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক মুনাফা হতে টাকা ৫.০০ কোটি হারে বর্ণিত তহবিলে স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তীতে এপ্রিল ২৬, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৬০ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৪-১৫ ও তৎপরবর্তী অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক মুনাফা হতে টাকা ১০.০০ কোটি হারে উক্ত তহবিলে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত তহবিল হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ১৩২ টি প্রকল্পে মোট ২৯.২৮ কোটি টাকা অনুদানের সুপারিশ করা হয়েছে।

১১. গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র

১১.১ হেল্পডেস্ক' থেকে 'সিআইপিসি

ব্যাংকিং খাতকে গ্রাহক-বান্ধব করা তথা ব্যাংকিং খাতে গ্রাহকদের আস্থা ও সন্তুষ্টি বজায় রাখা, ব্যাংকিং সেবার মান সম্পর্কে গ্রাহক পর্যায়ের ক্ষোভ বা অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করা এবং উন্নততর গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিল্যান্স বিভাগের অধীনে ১৬ মার্চ, ২০১১ তারিখে প্রথমে 'হেল্পডেস্ক' চালু করা হয়। পরবর্তীতে কাজের পরিধি ও প্রকৃতি বিবেচনায় ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে 'হেল্পডেস্ক' এর নাম পরিবর্তন করে 'গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র' বা '**Customers' Interest Protection Center (CIPC)** ' রাখা হয়। দেশব্যাপী ব্যাংক গ্রাহকগণের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নয়টি শাখা অফিসেও সিআইপিসি চালু করা হয়।

১১.২ অভিযোগ গ্রহণের মাধ্যম ও হটলাইন '১৬২৩৬'

সিআইপিসি সৃষ্টির পর থেকেই সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিন ছাড়া সকল কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন মোবাইল ফোন, টেলিফোন, ই-মেইল, ফ্যাক্স, এসএমএস, ওয়েবসাইট ও ডাকযোগে কিংবা সরাসরি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অভিযোগ আসছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে ইলেকট্রনিক অভিযোগ ফরম পূরণের মাধ্যমে দ্রুত অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জনসাধারণ যাতে একটি নম্বরে ফোন করে সহজেই ব্যাংকিং/আর্থিক সেবা বিষয়ক তথ্যাদি জানতে পারেন অথবা তাদের অভিযোগগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইপিসি-তে দাখিল করতে পারেন সে জন্যে ১৯ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে একটি পৃথক হটলাইন নম্বর '১৬২৩৬' এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে।

১১.৩ 'সিআইপিসি' থেকে 'এফআইসিএসডি'

গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রের সাফল্যকে ধরে রাখা, এর কর্মকান্ড ও পরিধি সম্প্রসারিত করা এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রাহকদের অভিযোগ আরো দ্রুত ও সহজে সমাধানের জন্যে এ কেন্দ্রটিকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে 'ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট (এফআইসিএসডি)' নামে একটি নতুন বিভাগ স্থাপন করা হয়েছে।

১১.৪. গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে অন্যান্য পদক্ষেপ

বাংলাদেশ ব্যাংক শুধু গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাই নয় বরং গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণে নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন:

- আমানতকারী, বিনিয়োগকারী এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্টদেরকে ব্যাংক সম্পর্কে পর্যাপ্ত ও সঠিক তথ্য দিতে ব্যাংকগুলোর আর্থিক বিবরণী বাধ্যতামূলকভাবে পত্রিকায় প্রকাশের বিধান করা হয়েছে।
- আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ ব্যাংকের আমানত বীমা স্কীমের বিষয়টি সর্বসাধারণকে জানাতে এ সংক্রান্ত একটি নোটিশ শাখাগুলোর দৃশ্যমান স্থানে স্থাপনের জন্যে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- ব্যাংকগুলোকে তাদের সুদহার, চার্জ, কমিশন, ফি, বিনিময় হার ইত্যাদির তালিকাও জনসাধারণকে অবহিত করার এবং তাদের ওয়েবসাইটে এই তালিকা গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
- ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির জন্যে তাদের আমানত ও ঋণের সুদহারের তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- ব্যাংকিং নীতিমালা ও **Frequently Asked Questions (FAQs)** বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- জনসাধারণকে প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করা অর্থাৎ কোনো ধরনের অবৈধ ব্যাংকিং ও মিথ্যা প্রলোভন বিষয়ে সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করে জনসাধারণকে তা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।
- জাল টাকার ব্যবহার রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হচ্ছে।

১২. বৈদেশিক রেমিট্যান্স

২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে শুরু করে বিগত ১০ বছরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিকট হতে দেশে বৈদেশিক রেমিট্যান্স এসেছে মোট ১০১৩৮.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ১৪.৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১৭.৩২ শতাংশ বেশি। প্রবাসী বাংলাদেশীদের ব্যাংকিং চ্যানেলে দ্রুত অর্থ প্রেরণ এবং সার্বিকভাবে রেমিট্যান্স প্রবাহে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে:

- ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণকে সহজ করার লক্ষ্যে ২৫০ টি বিদেশী মানি ট্রান্সফার কোম্পানীর সাথে দেশীয় ব্যাংকের ১২১৫ টি ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে ।
- প্রবাসীদের প্রেরিত আয় বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বন্ডের বিপরীতে প্রবাসীদের ঋণপ্রদানের সুযোগ প্রদান।
- ট্রান্সফার ফি ও এক্সচেঞ্জ রেট মার্জিন কমানোর লক্ষ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্য বহুজাতিক মানিট্রান্সফার কোম্পানির সাথে বাংলাদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর স্বাক্ষরিত চুক্তিতে

Pay Cash Exclusivity Clause বা অনুরূপ শর্ত যা বাজারে **Monopoly** সৃষ্টি করতে পারে তা অন্তর্ভুক্ত না করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

- বাংলাদেশি ব্যাংকসমূহের নিজস্ব মালিকানায় বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন প্রদান করা হচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত বাংলাদেশি ব্যাংকসমূহের ৩৪ টি নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউজ বিভিন্ন দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- বাংলাদেশি ব্যাংক সমূহের মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ হাউজ কর্তৃক রেমিট্যান্স আহরণকে সহজ করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট দেশে তাদের এজেন্ট নিয়োগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।
- ব্যাংক শাখার পাশাপাশি ২৬টি **Micro Finance Institutions (MFIs)** এর শাখা অফিস ও বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের শাখা অফিস সমূহকে রেমিট্যান্স বিতরণের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- রেমিট্যান্স বিতরণের নেটওয়ার্ক আরও সম্প্রসারণের উদ্যোগ হিসেবে বাংলাদেশি ২৪ টি ব্যাংককে রেমিট্যান্সের অর্থ মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে বিতরণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ১৮টি ব্যাংক ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যে তাদের মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছে।
- রেমিট্যান্স প্রবাহে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ড্রয়িং ব্যবস্থার আওতায় প্রাপ্ত প্রবাসী রেমিট্যান্সের অর্থ বেনিফিসিয়ারী পর্যায়ে বিতরণের সর্বোচ্চ সময়সীমা ৭২ ঘন্টা হতে কমিয়ে ৪৮ ঘন্টায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার অন্তর্মুখী প্রবাহ বৃদ্ধি তথা অধিক রেমিট্যান্স প্রেরণ কে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অনিবাসী/প্রবাসী বাংলাদেশি ওয়েজ আর্নারদের জন্য সরকার কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা এবং তাদের বিশেষ নাগরিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।
- রেমিট্যান্স বিষয়ক অভিযোগ সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংকের "গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রে" জানানো যাচ্ছে।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান তথা শ্রমিক রপ্তানিতে আর্থিক সহায়তা দান ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান সহ প্রবাসীদের কল্যাণার্থে "প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক" বিভিন্ন সহয়তা প্রদান করছে।
- সরাসরি প্রবাসীদের বিনিয়োগে দেশে তিনটি এনআরবি ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- বিদেশে কর্মরত অনিবাসী বাংলাদেশিগণ কর্তৃক টাকায় গৃহীতব্য গৃহ ঋণের সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে বিদ্যমান ডেট ইক্যুইটি অনুপাত ৫০:৫০ থেকে বৃদ্ধি করে ৭৫:২৫ করা হয়েছে।

১৩. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্প:

১৩.১ ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)

ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্টে মোট ব্যয় ৪৬১.৭৮ কোটি টাকা যার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়ন ৯২.৩৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৬৯.৪২ কোটি টাকা। জুন ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্প সাহায্য বাবদ ৮৮.০৩ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে ২২.০১ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ১১০.০৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৩.২ Small and Medium-Sized Enterprise DevelopmentProject (SMEDP-২)

ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন শহরের বাইরে কটেজ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে এডিবি-এর অর্থায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক Small and Medium-Sized Enterprise DevelopmentProject (SMEDP-২)" শীর্ষক প্রকল্প জুন, ২০১৭ থেকে জুন, ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন

রয়েছে। এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ১৬.৭১ কোটি টাকা যার মধ্যে জিওবি ৭৯.৫৫ লক্ষ টাকা (in kind) এবং প্রকল্প সাহায্য (অনুদান) ১৫.৯১ কোটি টাকা।

১৩.৩ ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি-II (আইপিএফএফ-II) প্রজেক্টঃ

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে "ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি-II (আইপিএফএফ-II)" শীর্ষক প্রকল্প জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পে মোট বরাদ্দ ১০২.৩১ কোটি টাকা যার মধ্যে জিওবি ২৩.৬১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৮.৭০ কোটি টাকা।

১৪.বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প

১৪.১ ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি):

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উৎপাদনশীল খাতে বৈদেশিক মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্প সাহায্য ১৯৮৮.৫৮ কোটি টাকা, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়ন ৩০০.৬৫ কোটি টাকাসহ মোট প্রকল্প ব্যয় ২২৮৯.২৩ কোটি টাকা। জুন ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্প সাহায্য বাবদ ১১৪০.০৫ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে ১৭১.৮৬ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ১৩১১.৯৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩১টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে পিএফআই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১৪.২ Financing Brick Kiln Efficiency Improvement Project:

দেশের ইটভাটাগুলোতে কার্বন নির্গমণ হ্রাস এবং জ্বালানির যথাযথ ব্যবহারক্রমে ইটভাটার চুল্লীর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ইটভাটা স্থাপনের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক **"Financing Brick Kiln Efficiency Improvement Project"** শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ২২.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ ১৭৭.৩৯ কোটি টাকা রিলেন্ডিং সুবিধা অনুমোদনপূর্বক ছাড় করা হয়েছে।

১৪.৩ Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing Project (SMAP):

জাইকা (**JICA- Japan International Cooperation Agency**) অর্থায়নপুষ্ট "**Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing Project (SMAP)**" শীর্ষক প্রকল্প-এর মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি উৎপাদনশীলতা ও শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। জুন-২০১৮ পর্যন্ত ১০ টি ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বিতরণের লক্ষ্যে ৮৯৭.০২ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১,৭২,২৪১ জন কৃষককে কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১৪.৪ Urban Building Safety Project (UBSP):

বেসরকারি বাণিজ্যিক ভবন বিশেষ করে আরএমজি সেক্টরের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনসমূহে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে জাইকার অর্থায়নে দেশের তৈরি পোশাক শিল্পভবনসমূহ সংস্কার, পুনঃনির্মাণ ও প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে **Urban Building Safety Project (UBSP, BD-P84)** শীর্ষক প্রকল্পের

আওতায় জাইকার ওডিএ ঋণ সহায়তায় ৪,১২৯ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন এর সম পরিমাণ প্রায় ২৬৮ কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে। তহবিল হতে রিফাইন্যান্স/প্রিফাইন্যান্স প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পের সাথে ৩৫ টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পিএফআই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৪.৪৭ কোটি টাকা ১ জন উদ্দ্যোক্তার বিপরীতে পুন:অর্থায়ন করা হয়েছে।

১৪.৫ Foreign Direct Investment Promotion Project

বাংলাদেশে অবস্থিত অর্থনৈতিক অঞ্চল **(EZs)** এবং/অথবা অন্যান্য শিল্প পার্ক/এস্টেটে জাপানি প্রাইভেট সেক্টরের বিনিয়োগের মাধ্যমে এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে **JICA** এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে গত ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে জাইকা অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে **"Foreign Direct Investment Promotion Project (FDIPP, BD-P86)"** শীর্ষক প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ১৫,৮২৫ মিলিয়ন ইয়েন (প্রায় ১০৯৬.৫০ কোটি টাকা)। প্রকল্পের ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ১৯টি ব্যাংক ও ৫টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর সাথে গত ১৪/০২/২০১৮ তারিখে **Participating Financial InstitutionS** (পিএফআই) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ পর্যন্ত দুটি রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ১৮.০০ (আঠার) কোটি টাকা **On-Lending Loan (OLL)** বিতরণ করা হয়েছে।

১৪.৬ Small and Medium-Sized Enterprise DevelopmentProject (SMEDP-২):

ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন শহরের বাইরে কটেজ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে এডিবি-এর অর্থায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **Small and Medium-Sized Enterprise Development Project (SMEDP-২)"** শীর্ষক নন-এডিপি প্রকল্পের মোট ব্যয় ২৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যার মধ্যে জিওবি ৪০ মিঃমাঃ ডলার এবং প্রকল্প সাহায্য ২০০ মিঃমাঃ ডলার। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ২৬৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৪.৭ বিজনেস ফাইন্যান্স ফর দি পুওর ইন বাংলাদেশ (বিএফপি-বি):

দেশের মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের **(MSE)** উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিপূর্বক দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও মহিলাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ডিএফআইডি- এর অনুদানে বিজনেস ফাইন্যান্স ফর দি পুওর ইন বাংলাদেশ (বিএফপি-বি) শীর্ষক একটি প্রকল্প মার্চ ২০১৫ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ২২.৫ মিলিয়ন পাউন্ড (প্রায় ২২০.০ কোটি টাকা)। প্রকল্পের আওতায় **"Microfinance Credit Information Bureau (MF-CIB)"** এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১৫. গৃহায়ন তহবিল

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহায়ন তথা দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৭-৯৮ সালে গৃহায়ন তহবিল গঠন করে। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে এ তহবিলের অনুকূলে মোট ২৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় যার মধ্যে এ পর্যন্ত ১৬০.৫০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। এ ঋণ কার্যক্রম দেশের ৬৪টি জেলার ৪০৪টি উপজেলায় বিস্তৃত।

১৬. টাকা জাদুঘর

২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি স্বল্প আয়তনের কারেন্সি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বিশ্বের প্রায় সব দেশেরই মুদ্রা ও ব্যাংক নোট এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। এটিকে নতুন আঙ্গিকে "টাকা জাদুঘর" নামে সুপরিসর এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি সমর্থিত আধুনিক জাদুঘরে রূপদান করা হয়েছে যা ঢাকার মিরপুরে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর একাডেমিক ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত। ৫ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে এ টাকা জাদুঘরটি উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে সেখানে ডিজিটাল সাইনেজ, কিওস্ক,

এলইডি টিভি, প্রজেক্টরসহ বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এটিকে একটি আন্তর্জাতিক মানের সম্পূর্ণ ডিজিটাল টাকা জাদুঘর হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

১৭. ব্যাংকিং খাত সম্পর্কিত কতিপয় নির্দেশিকার হালনাগাদ পরিসংখ্যান ও তথ্য *

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা/ পরিমান	মন্তব্য
১	ব্যাংকের সংখ্যা	৫৮	ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে তফসিলী ব্যাংকের সংখ্যা ছিলো ৪৭টি। গত দশ বছরে ১১টি নতুন ব্যাংক এর লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। বর্তমানে তফসিলী ব্যাংকের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৮টি।
২	শাখার সংখ্যা	১০১১৪	ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে দেশে কার্যকর ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ছিল মোট ৬,৮৮৬টি। গত দশ বছরে ৩২২৮ টি নতুন শাখা খোলা হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকের শাখা শহরের ৫২২৪টি এবং গ্রামে ৪৮৯০টি।
৩	ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা	৯.২১ কোটি	আমানতকারীদের ব্যাংক হিসাব সংখ্যা ৯ কোটি ২১ লক্ষ দাঁড়িয়েছে (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৯৩ লক্ষ ১৭ হাজার কৃষকের ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী আওতায় ভাতাভোগীদের জন্য ৪৭ লক্ষ, অসহায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ২লক্ষ ১ হাজার, হিন্দু ধর্মীয় দুঃস্থ ব্যক্তি, কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় অতি দরিদ্র, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনুদানপ্রাপ্ত উপকারভোগী ও সিটি কর্পোরেশন পরিচ্ছন্ন শ্রমিকদের জন্য ২৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। বিনা চার্জে দশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা ও একশ টাকার বিনিময়ে ক্ষুদ্র জীবন বীমা পলিসি গ্রহীতা ও গার্মেন্টস শ্রমিকদের ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর প্রেক্ষিতে ৩ লক্ষ ছিয়াশি হাজার ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে।
৪	ব্যাংকের সঞ্চয় কার্যক্রম	১০৩৮৬৯৪.৩৬ কোটি টাকা	ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে ব্যাংকগুলোতে মোট সঞ্চয়/আমানতের পরিমাণ ছিল ২,৫২,৭৫৬ কোটি টাকা। জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট সঞ্চয়/আমানতের পরিমাণ দাড়িয়েছে ১০৩৮৬৯৪.৩৬ কোটি টাকা।
৫	মোট ঋণ ও আগাম	৮৪৭০১২.২২ কোটি টাকা	ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে মোট ঋণ ও আগামের পরিমাণ ছিল ২,১১,০৬৫ কোটি টাকা। জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট ঋণ ও আগামের পরিমাণ দাড়িয়েছে ৮৪৭০১২.২২ কোটি টাকা।
৬	সরকারি খাতে ঋণ	১২৮৫১.৭১ কোটি টাকা	জুন ২০১৮ পর্যন্ত স্থিতি।
৭	বেসরকারি খাতে ঋণ	৮৩৪১৬০.৫১ কোটি টাকা	জুন ২০১৮ পর্যন্ত স্থিতি।
৮	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩২.৯২ বিলিয়ন ডলার	৩০ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে রিজার্ভ ছিলো ৫.৮ বিলিয়ন ডলার। গত দশ বছরে রিজার্ভ প্রায় ৬ গুণ বেড়ে ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে দাড়িয়েছে ৩২.৯২ বিলিয়ন ডলার। বর্তমান রিজার্ভ দেশের ৬.৫ মাসের আমদানীমূল্য পরিশোধের জন্য যথেষ্ট।
৯	মুদ্রামান (গড় ভারিত ডলার-টাকা রেট)	৮২.১০ (জুন, ২০১৮)	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে টাকার মূল্যমান ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং বাজার ভিত্তিক তদারকির কারণে বর্তমানে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর মুদ্রার তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ও শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে।

*=ব্যাংকের সংখ্যা ব্যতীত অন্যান্য তথ্যসমূহ সদ্য তফসিলীভুক্ত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ব্যতীত বাকী ৫৭ টি ব্যাংকের

১৭.১ ব্যাংকিং খাতের ঋণের মোট আগাম ও সেক্টরভিত্তিক বিভাজন

সারণী ২: খাত ভিত্তিক ঋণ বিভাজন

(কোটি টাকায়)

খাত	স্থিতি জুন, ২০০৮	স্থিতি জুন, ২০১৮
কৃষি	১২২৩০.০	৪৪০১৮.০
শিল্প	৩৬৮৬৩.০	১৫৮৫৫৪.০
চলতি মূলধন	৩২৮৩৩.০	১৮১১১৭.০
রপ্তানী ঋণ ও বাণিজ্যিক ঋণ	৬৪০৪৮.০	২৮৮২৩৯.০
অন্যান্য	৩৫,৫৭৫.০	১৭৫,০৮৪.০
মোট	১৮১৫৪৯.০	৮৪৭০১২.০

গত দশ বছরে কৃষি খাতে ঋণ কার্যক্রমের গুণগত মান বেড়েছে ও পরিমাণ গত বৃদ্ধি ঘটেছে। বিগত অর্থবছরে (২০১৭-১৮) কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ২০৪০০.০ কোটি টাকা এবং উক্ত অর্থ বছরে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ২১৩৯৩.৫৫ কোটি টাকা, যা মোট লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ১০৪.৮৭ শতাংশ।

১৭.২ আর্থিক প্রতিষ্টানসমূহের ব্যবসা ও বিশেষ কার্যক্রম

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর অধীনে লাইসেন্স প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৪টি যার মধ্যে ৩টি সরকারি মালিকানাধীন, ১২টি **Joint Venture** (দেশি-বিদেশি মালিকানাধীন) এবং ১৯টি দেশিয় মালিকানাধীন। সারা দেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যরত মোট শাখার সংখ্যা ২৬২টি। এসব প্রতিষ্ঠান দেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ন, পরিবহন, এসএমই, কৃষি ও তথ্য প্রযুক্তি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ, দায়, আমানত, ঋণ ও ঋণশ্রেণিকরণ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপঃ

সারণী ৩: আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্পদ, দায়, আমানত, ঋণ ও ঋণ শ্রেণীকরণ

(কোটি টাকায়)

	জুন, ২০১৮ভিত্তিক
ইক্যুইটি	১০৮২৫.৪৪
পরিশোধিত মূলধন	৭৯৭৩.৩৬
মোট সম্পদ	৮৭০২৯.৭৩
আমানত	৪৮০১০.৫২
পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ	১৮৫৫.৫৪
ঋণ ও লীজ	৬৪৪৫২.৩২
শ্রেণিকৃত ঋণ ও লীজ (মার্চ,২০১৮)	৫৫৫৮.৭৬
বিরুপ শ্রেণিকৃত ঋণ ও লীজের হার (**NPL**) (মার্চ,২০১৮ ভিত্তিক)	৮.৮২%

আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মূলধনের ভিত্তি সুদৃঢ়করণ এবং তাদের ঋণ ঝুঁকি কমিয়ে আনার লক্ষে ঋণ, সম্পদ-দায়, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিরাপত্তা এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসমুলক কার্যকলাপে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক ৫টি মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন জারি করা হয়েছে। তাছাড়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকি জোরদার করার লক্ষ্যে **Guideline on Products and Services, Stress Testing Guideline, Guideline on Base Rate System** জারি করা হয়েছে।

দুর্বল ও সমস্যাগ্রস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সনাক্ত করার মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা ও কার্যকর পদক্ষেপ

গ্রহণের জন্য **Guideline on Early Warning System for Weak and Problem Financial Institutions** প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ও ঝুঁকিসমূহ সুষ্ঠুভাবে তদারকির জন্য বাৎসরিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর উপর ভিত্তি করে **Diagnostic Review Report (DRR)** প্রস্তুত করা হচ্ছে। কমার্সিয়াল পেপার ইস্যু, বিনিয়োগ, **Guarantor** এবং **Issuing and Paying Agent** হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিপালনীয় বিষয় নির্ধারণের লক্ষ্যে **Guidelines on Commercial Paper for Financial Institutions** জারি করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সততা, নৈতিকতা, দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি এবং পণ্য ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে একটি **Code of Conduct for Non-Bank Financial Institutions** প্রণয়ন করা হয়েছে।